প্রবাহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মাছচাষ নীতিমালা, ২০১৭

ভূমিকা

প্রবাহমান নদী, উন্মুক্ত জলাশয়, লেক বা বৃহৎ জলাশয়ে খাঁচায় মাছচাষ কার্যক্রম বাংলাদেশে তুলনামূলক ভাবে নতুন। সম্প্রতি আমাদের দেশে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে খাঁচায় মাছচাষ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকা যেমন চাঁদপুর, লক্ষীপুর, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাসহ অন্যান্য অঞ্চলে খাঁচায় মাছচাষ ক্রমান্বয়ে প্রসার লাভ করছে। আমাদের দেশে রয়েছে বিস্তৃত উন্মুক্ত জলাশয় যেমন: নদীমোহনা প্রায় ৮.৫৪ লক্ষ হেক্টর, বিল ১.১৪ লক্ষ হেক্টর, কাপ্তাই লেক ০.৬৮ লক্ষ হেক্টর ইত্যাদি সহ হাওর-বাওড়, প্লাবনভূমি যেখানে খাঁচায় মাছচাষ একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জন্য সহজে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ, দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ ও তাদের জীবনযাত্রার মনোন্নয়নে খাঁচায় মাছচাষ প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শুধু গ্রামীণ জনগোষ্ঠীই নয় খাঁচায় মাছচাষে ব্যক্তি উদ্যোক্তাগণকেও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। কিন্তু প্রবাহমান নদী, উন্মুক্ত জলাশয়ে খাঁচা স্থাপনের মাধ্যমে মাছচাষের জন্য বৈধ মালিকানার (User Rights) কোন ভিত্তি না থাকা অর্থাৎ জলাশয় ব্যবহারের আইনগত অধিকার/বৈধতা বা নীতিমালা না থাকায় খাঁচায় মাছ চাষের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ খাত আশানুরূপভাবে বিকশিত হচ্ছে না। এছাড়া সরকারও এ খাত থেকে রাজস্ব প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যুগোপযোগী নীতি প্রণয়ন করা হলে খাঁচায় মাছচাষে সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিত বিকাশ সাধিত হবে এবং সরকারের রাজস্ব আয়ের নতুন সুযোগও সৃষ্টি হবে। তাই প্রবাহমান নদী, উন্মুক্ত জলাশয়, লেক বা বৃহৎ জলাশয়ে খাঁচায় মাছচাষের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

২.০ শিরোনাম

এই নীতিমালা "প্রবাহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মাছচাষ নীতিমালা, ২০১৭" নামে অভিহিত হবে।

৩.০ সংগা

(ক) "প্রবাহমান নদী" বলতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত প্রবাহমান নদী বুঝাবে।

(খ) "অন্যান্য জলাশয়" বলতে সরকারি মালিকানাধীন খাস, বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন বৃহৎ আকারের প্রাকৃতিক কোন বদ্ধ বা উন্মুক্ত জলাশয়, যথা- হাওর-বাঁওড়, প্লাবনভূমি, মরা নদী, বরোপিট, পুকুর, দীঘি, হ্রদ বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট কোন জলাশয় বুঝাবে।

(গ) "খাঁচা" বলতে মাছ চাষের জন্য বাঁশ, কাঠ, প্লাস্টিক বা ধাতব কোন পদার্থ দ্বারা নির্মিত ফ্রেমের সাথে পলিইথিলিন, নাইলন বা টায়ার কর্ড জাল দিয়ে আবৃত করে সৃষ্ট আধার বুঝাবে।

(ঘ) "ফ্লোট"(Float) বলতে ভাসমান খাঁচা স্থাপনে খাঁচাকে ভাসিয়ে রাখতে স্টীল বা প্লাস্টিকের তৈরী ক্যান, ড্রাম, ফোম বা অন্য কোন পরিবেশ-বান্ধব সামগ্রী বা পদার্থকে বুঝাবে।

(ঙ) "খাজনা" বলতে প্রবাহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষের জন্য বরাদ্দকৃত বা ব্যবহৃত জলাশয়ের ওপর খাস জমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার আওতায় নির্ধারিত শতক বা ঘনফুট প্রতি বাৎসরিক ফি বুঝাবে।

৪.০ নীতিমালার উদ্দেশ্য

৪.১ প্রবাহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে পরিকল্পিত উপায়ে খাঁচায় মাছচাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি;

৪.২ খাঁচায় মাছ চাষের জন্য জলজ সম্পদ ব্যবহারকারী (Resource user) কে বৈধ অনুমতিপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করণ;

৪.৩ মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও পুষ্টিকর খাদ্যের উৎস হিসেবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি;

৪.৪ আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং

৪.৫ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ।

৫.০ নীতিমালার আইনানুগ ব্যপ্তি

৫.১ প্রবাহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষে আগ্রহী ব্যক্তি, মৎস্যজীবী সংগঠন, মৎস্যজীবী সমিতি, উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠান ও এর সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ সকলেই এই নীতিমালার আওতাভুক্ত হবে।

৫.২ খাঁচায় মাছ চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে আগ্রহী সরকারি, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান,, স্বায়ত্ব-শাসিত, বে-সরকারি স্বেচ্ছসেবী সংস্থা ও ব্যক্তি, মৎস্য আহরণ ও সংরক্ষণ, আমদানি-রপ্তানি বা মৎস্য সম্পর্কীয় ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত সকলেই প্রবাহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষ নীতিমালার আওতাভুক্ত হবে।

৫.৩ খাঁচায় মাছচাষ উপযোগী সকল প্রবাহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয় এই নীতিমালার আওতাভুক্ত হবে।

৬.০ নীতিমালার আইনগত ভিত্তি

(ক) জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮ (ক্রমিক ৫ এর ৫.১৭ দ্রষ্টব্য);

(খ) জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯;

(গ) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০;

(ঘ) মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১;

(ঙ) মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০;

(চ) মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১;

(ছ) মৎস্য অধিদপ্তরাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১৬;

(জ) কৃষি ও অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা-১৯৯৫ এবং

(ঝ) জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১।

৭.০ খাঁচায় মাছ চাষের জন্য চাষি নির্বাচন

৭.১ নির্বাচনঃ খাঁচায় মাছচাষের জন্য জলাশয়ের উভয় তীরবর্তী ব্যক্তি ও পরিবারের মধ্য থেকে খাঁচায় মাছ চাষে আগ্রহী/উৎসাহী যে কোন ব্যক্তি ও উদ্যোক্তা চাষি উক্ত জলমহল লীজ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া জলাশয় নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ বা নিবন্ধিত সমিতি, জেলে সমিতি জলাশয় ইজারার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।

৭.২ ব্যক্তি উদ্যোক্তা: জলাশয়ের ধরণ, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ব্যক্তি উদ্যোক্তাও খাঁচায় মাছ চাষের জন্য নির্বাচিত হতে পারবেন।

৮.০ খাঁচা স্থাপনের জন্য আবেদন

খাঁচায় মাছচাষে আগ্রহী ব্যক্তি/ উদ্যোক্তা চাষি/দল/প্রতিষ্ঠান/সমিতি/সংগঠন ইত্যাদি নির্ধারিত ফরমে (পরিশিষ্ট 'ক') উপজেলা কমিটির সভাপতি বরাবরে আবেদন দাখিল করবেন। আবেদনের ফরম সিনিয়র উপজেলা /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর হতে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনে খাঁচা স্থাপনের জন্য সম্ভাব্য জলাশয়ের নাম, অবস্থান, চৌহদ্দি সংক্রান্ত তথ্য স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

৯.০ আবেদন অনুমোদন ও অনুমতিপত্র প্রদান প্রক্রিয়া

৯.১ উপজেলা কমিটি কর্তৃক আবেদন যাচাই: খাঁচায় মাছচাষের জন্য কোন আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন বা চাষি দলের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে উপজেলা কমিটি প্রস্তাবিত জলাশয়ে খাঁচায় মাছচাষের উপযোগীতা সরজমিনে যাচাই-বাছাই করে কমিটির মতামতসহ তা অনুমোদনের জন্য জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। উপজেলা কমিটি আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আবেদন জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

৯.২ জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন: উপজেলা কমিটি হতে প্রাপ্ত মতামত সম্বলিত আবেদনপত্র যুক্তিযুক্ত হিসেবে গণ্য হলে জেলা কমিটি তা অনুমোদন করবে এবং খাঁচায় মাছচাষি দল/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের অনুকূলে অনুমতিপত্র/সম্মতিপত্র জারি করবে। উপজেলা কমিটির মতামতসহ আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে জেলা কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

৯.৩ চুক্তি স্বাক্ষর: খাঁচায় মাছচাষের জন্য অনুমতিপত্র/সম্মতিপত্র প্রাপ্ত চাষি দল/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন নির্ধারিত হারে খাজনার টাকা ট্রেজারি চালান এর মাধ্যমে পরিশোধ পূর্বক প্রমাণকসহ উপজেলা কমিটির সভাপতির নিকট চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আবেদন করবেন। সে প্রেক্ষিতে, চাষি দলের সভাপতি/সম্পাদক/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন এবং উপজেলা কমিটির সভাপতির মধ্যে খাঁচায় মাছ চাষের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

৯.৪ চুক্তির মেয়াদ: চুক্তির মেয়াদ ন্যূনপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসর হবে। তবে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে চাষি কর্তৃক নবায়নের জন্য দাখিলকৃত আবেদন মাছচাষ কার্যক্রম সন্তোষজনক বিবেচনায় উপজেলা কমিটি চুক্তির মেয়াদ নবায়ন করার জন্য জেলা কমিটিতে

৫.২ খাঁচায় মাছ চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে আগ্রহী সরকারি, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান,, স্বায়ত্ব-শাসিত, বে-সরকারি স্বেচ্ছসেবী সংস্থা ও ব্যক্তি, মৎস্য আহরণ ও সংরক্ষণ, আমদানি-রপ্তানি বা মৎস্য সম্পর্কীয় ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত সকলেই প্রবাহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষ নীতিমালার আওতাভুক্ত হবে।

৫.৩ খাঁচায় মাছচাষ উপযোগী সকল প্রবাহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয় এই নীতিমালার আওতাভুক্ত হবে।

৬.০ নীতিমালার আইনগত ভিত্তি

(ক) জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮ (ক্রমিক ৫ এর ৫.১৭ দ্রষ্টব্য);

(খ) জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯;

(গ) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০;

(ঘ) মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১;

(ঙ) মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০;

(চ) মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১;

(ছ) মৎস্য অধিদপ্তরাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১৬;

(জ) কৃষি ও অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা-১৯৯৫ এবং

(ঝ) জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১।

৭.০ খাঁচায় মাছ চাষের জন্য চাষি নির্বাচন

৭.১ নির্বাচনঃ খাঁচায় মাছচাষের জন্য জলাশয়ের উভয় তীরবর্তী ব্যক্তি ও পরিবারের মধ্য থেকে খাঁচায় মাছ চাষে আগ্রহী/উৎসাহী যে কোন ব্যক্তি ও উদ্যোক্তা চাষি উক্ত জলমহল লীজ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া জলাশয় নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ বা নিবন্ধিত সমিতি, জেলে সমিতি জলাশয় ইজারার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।

৭.২ ব্যক্তি উদ্যোক্তা: জলাশয়ের ধরণ, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ব্যক্তি উদ্যোক্তাও খাঁচায় মাছ চাষের জন্য নির্বাচিত হতে পারবেন।

৮.০ খাঁচা স্থাপনের জন্য আবেদন

খাঁচায় মাছচাষে আগ্রহী ব্যক্তি/ উদ্যোক্তা চাষি/দল/প্রতিষ্ঠান/সমিতি/সংগঠন ইত্যাদি নির্ধারিত ফরমে (পরিশিষ্ট 'ক') উপজেলা কমিটির সভাপতি বরাবরে আবেদন দাখিল করবেন। আবেদনের ফরম সিনিয়র উপজেলা /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর হতে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনে খাঁচা স্থাপনের জন্য সম্ভাব্য জলাশয়ের নাম, অবস্থান, চৌহদ্দি সংক্রান্ত তথ্য স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

৯.০ আবেদন অনুমোদন ও অনুমতিপত্র প্রদান প্রক্রিয়া

৯.১ উপজেলা কমিটি কর্তৃক আবেদন যাচাই: খাঁচায় মাছচাষের জন্য কোন আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন বা চাষি দলের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে উপজেলা কমিটি প্রস্তাবিত জলাশয়ে খাঁচায় মাছচাষের উপযোগীতা সরজমিনে যাচাই-বাছাই করে কমিটির মতামতসহ তা অনুমোদনের জন্য জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। উপজেলা কমিটি আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আবেদন জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

৯.২ জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন: উপজেলা কমিটি হতে প্রাপ্ত মতামত সম্বলিত আবেদনপত্র যুক্তিযুক্ত হিসেবে গণ্য হলে জেলা কমিটি তা অনুমোদন করবে এবং খাঁচায় মাছচাষি দল/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের অনুকূলে অনুমতিপত্র/সম্মতিপত্র জারি করবে। উপজেলা কমিটির মতামতসহ আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে জেলা কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

৯.৩ চুক্তি স্বাক্ষর: খাঁচায় মাছচাষের জন্য অনুমতিপত্র/সম্মতিপত্র প্রাপ্ত চাষি দল/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন নির্ধারিত হারে খাজনার টাকা ট্রেজারি চালান এর মাধ্যমে পরিশোধ পূর্বক প্রমানকসহ উপজেলা কমিটির সভাপতির নিকট চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আবেদন করবেন। সে প্রেক্ষিতে, চাষি দলের সভাপতি/সম্পাদক/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন এবং উপজেলা কমিটির সভাপতির মধ্যে খাঁচায় মাছ চাষের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

৯.৪ চুক্তির মেয়াদ: চুক্তির মেয়াদ ন্যূনপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসর হবে। তবে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে চাষি কর্তৃক নবায়নের জন্য দাখিলকৃত আবেদন মাছচাষ কার্যক্রম সন্তোষজনক বিবেচনায় উপজেলা কমিটি চুক্তির মেয়াদ নবায়ন করার জন্য জেলা কমিটিতে

সুপারিশসহ প্রেরণ করবে। জেলা কমিটি যাচাই-বাছাই পূর্বক চুক্তি নবায়নের আবেদন অনুমোদন/ নামঞ্জুর করবে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার ছয় মাস পূর্বেই চুক্তি নবায়নের জন্য উপজেলা কমিটির সভাপতি বরাবরে আবেদন করতে হবে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে চুক্তি নবায়ন করা না হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। জলজ পরিবেশের মুল্যায়নে বিরুপ প্রভাব পরিলক্ষিত হলে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পুর্বেই চুক্তি বাতিলের অধিকার জেলা কমিটি সংরক্ষণ করেন।

৯.৫ চুক্তি বাতিল: খাঁচায় মাছচাষের জন্য প্রাপ্ত অনুমতিপত্র/সম্মতিপত্র হস্তান্তরযোগ্য নয়। কোন চাষি/দল/ব্যক্তি অনুমতিপত্র/সম্মতিপত্র হস্তান্তর করলে তার চুক্তি বাতিল হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পরে গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত কোন চাষি দল মাছচাষ শুরু না করলেও চুক্তি বাতিল হবে। সেক্ষেত্রে, নতুন চাষি বা দলের অনুকূলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমতিপত্র/সম্মতিপত্র প্রদান করা হবে। উক্ত চাষি/দল/ব্যক্তি পরবতী বছর খাচায় মাছচাষ সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১০.০ খাজনার পরিমাণ নির্ধারণ

জেলা কমিটি প্রবাহমান নদী, খাল ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষের জন্য জলাশয় ব্যবহারের অনুমতিপত্র প্রদানের সময় বাৎসরিক খাজনার পরিমাণ কৃষি ও অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা-১৯৯৫ অনুযায়ী নির্ধারণ করবে।

১১.০ প্রবাহমান নদী, খাল ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষের জন্য জলাশয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

(ক) খাঁচায় মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা জেলা কমিটি

১) জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২) পুলিশ সুপার	সদস্য
৩) উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪) কমান্ডান্ট, আনসার ও ভিডিপি	সদস্য
৫) জেলা সমবায় অফিসার	সদস্য
৬) উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
৭) উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
৮) জেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য-সচিব

ক.১) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

ক.২) জেলা কমিটির কার্যপরিধি-

ক) উপজেলা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন;

খ) খাঁচায় মাছচাষের অনুমতিপত্র/সম্মতিপত্র ইস্যু করা;

গ) খাঁচায় মাছচাষের জন্য সম্পাদিত চুক্তি নবায়ন করা;

ঘ) সংশ্লিষ্ট স্থানে খাঁচায় মাছচাষের জন্য খাস জমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী খাজনা নির্ধারণ করা;

ঙ) খাঁচায় মাছচাষ পরিবেশ বান্ধব হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করা;

চ) খাঁচায় মাছচাষের কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা ও

ছ) উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা।

(খ) খাঁচায় মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা উপজেলা কমিটি

১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
৩) উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য
৪) উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	সদস্য
৫) উপজেলা সমবায় অফিসার	সদস্য
৬) উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার	সদস্য
৭) উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার	সদস্য
৮) সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য-সচিব

খ.১) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

খ.২) কমিটির কার্যপরিধি-

ক) প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করে মতামতসহ জেলা কমিটিতে প্রেরণ করা;

খ) খাঁচা স্থাপনের স্থানের উপযোগীতা ও পরিবেশগত দিক যাচাইকরণ;

গ) মজুদকৃত পোনা গুণগত মান সম্পন্ন কি না তা যাচাই করা;

ঘ) খাঁচায় ব্যবহৃত মৎস্যখাদ্য মানসম্মত কিনা তা মনিটিরিং করা;

ঙ) সমস্ত তথ্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা;

চ) খাঁচায় মাছচাষ সংক্রান্ত তথ্য ও ডকুমেন্ট সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে সংরক্ষণ করা; ও

ছ) উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সমস্যা সমাধান করা (যদি থাকে)।

১২.০ খাঁচায় মাছ চাষের জন্য বিবেচ্য কারিগরি বিষয়সমূহ

১২.১ খাঁচা স্থাপনের স্থান নির্বাচন

ক) খাঁচা স্থাপনের স্থান একমূখী প্রবাহ কিংবা জোয়ার ভাটার শান্ত প্রবাহ বিদ্যমান নদীর এমন উপযুক্ত অংশ হবে। নদীর মূল প্রবাহ যেখানে তীব্র স্রোত বিদ্যমান সে অঞ্চল খাঁচা স্থাপনের উপযোগী নয়। কমবেশি ৪-৮ইঞ্চি/সেকেন্ড মাত্রার পানি প্রবাহমান নদীতে খাঁচা স্থাপনের জন্য উপযোগী, তবে প্রবাহের এ মাত্রা সর্বোচ্চ ১৬ ইঞ্চি/সেকেন্ড এর বেশি হওয়া উচিত নয়।

খ) মূল খাঁচা পানিতে ঝুলন্ত বা ভাসমান রাখার জন্য জলাশয়ের ন্যূনতম ১০ ফুট গভীরতা থাকা প্রয়োজন। যদিও প্রবাহমান পানিতে তলদেশে বর্জ্য জমে গ্যাস দ্বারা খাঁচার মাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম তথাপি খাঁচার তলদেশ নিচের কাদা থেকে ন্যূনতম ৩ ফুট উপরে থাকা আবশ্যক।

গ) খাঁচা স্থাপনের কারণে যাতে কোনভাবে নৌ চলাচলের বিঘ্ন না ঘটে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং নদীর নেভিগেশন রুটে কোনবাধা সৃষ্টি করা যাবে না।

ঘ) নদীতে খাঁচা স্থাপনের স্থানটিতে শিল্প বা কলকারখানার বর্জ্য কিংবা পয়ঃনিষ্কাশনের পানি, গবাদি পশুর খামারের বর্জ্য অথবা কৃষি জমি থেকে বন্যা বিধৌত কীটনাশক প্রভাবিত পানি পতিত হয়ে আকস্মিক মাছ মৃত্যুর আশংকা না থাকে তা বিবেচনায় রাখতে হবে। তাছাড়া যে জলাশয়ে কৃষিজ জমিতে উৎপন্ন পাট বা পাটজাত দ্রব্য পঁচানো হয়ে থাকে সে এলাকায় খাঁচা স্থাপন করা যাবে না।

১২.২ খাঁচা স্থাপনে বিবেচ্য বিষয়াদি

ক) জলাশয়ে খাঁচার অবস্থান (গভীরতা, জলাশয়ের স্থান);

খ) খাঁচা স্থাপন পদ্ধতি (একক/সারিবদ্ধ);

গ) খাঁচা হতে খাঁচার দুরত্ব (কমপক্ষে ১ মিটার);

ঘ) খাঁচায় মাছচাষে ডুবন্ত খাবার ব্যবহার করলে সেক্ষেত্রে জলাশয়ের ৫% এবং ভাসমান খাবার ব্যবহার করলে ৮–১০% পর্যন্ত (স্রোত ভেদে) খাঁচা স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা যাবে। খাবার যাতে উচ্ছিষ্ট না থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে ;

ঙ) খাঁচা স্থাপনের সময় (পোনা মজুদের কমপক্ষে ১০-১৫ দিন পূর্বে);

চ) জাল কাঁকড়ার নাগালের বাইরে রাখা (খুঁটির গোড়ায় ব্যবহৃত পানির বোতলের ফানেল অথবা পাটের দড়ি পেঁচিয়ে দেয়া);

ছ) পানির উপরে খাঁচার উচ্চতা (৬-১২ ইঞ্চি);

জ) ফ্লোট বাঁধা (পানির ৯ ইঞ্চি নীচে);

ঝ) *Saprolegniasis* সহ ছত্রাক ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে এবং শেওলা নিয়ন্ত্রণে খাঁচার জাল প্রতি সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করতে হবে;

ঞ) খাঁচার জাল ১৫(পনের) দিন ভেজানোর পর ব্যবহার করতে হবে যাতে এটি পরিবেশ সম্মত হয়; এবং

ট) প্রতি বছর খাঁচার স্থান পরিবর্তন করতে হবে।

১২.৩ খাঁচায় মজুদযোগ্য প্রজাতি নির্বাচন

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত কৌলিতাত্ত্বিক ভাল গুণগতমানসম্পন্ন দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতির মাছের পোনা খাঁচায় মজুদের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

১৩.০ এই নীতিমালায় যাই বলা থাকুক না কেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে প্রবাহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষের অনুমতিপত্র/সম্মতিপত্র প্রদান/ বাতিল ও সংশোধনসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই নীতিমালার পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধনের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

পরিশিষ্ট-ক

প্রবাহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মাছচাষের অনুমতিপত্রের জন্য আবেদন

১। আবেদনকারী ব্যক্তি/মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি এর নাম ও ঠিকানা:

২। যেখানে খাঁচা স্থাপন করা হবে সে নদী / জলাময়ের নাম:

৩। জলাশয়ের বিবরণ:

তফসিল-

অবস্থান-

চৌহদ্দি-

উপজেলা- জেলা-

৪। সংগঠন/সমিতির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(রেজিস্ট্রেশন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র সংযুক্ত করতে হবে)

(ক)	সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্র (যদি থাকে)	সংযুক্ত	হ্যাঁ ☐	না ☐
(খ)	নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা (ছবিসহ) এবং খাঁচায় মাছ চাষের সিদ্ধান্ত সংবলিত সভার কার্যবিবরণী	সংযুক্ত	হ্যাঁ ☐	না ☐
(গ)	সদস্য এবং কার্যনির্বাহী কমিটির নামের তালিকা (ঠিকানাসহ)	সংযুক্ত	হ্যাঁ ☐	না ☐
৫।	খাঁচায় মাছ চাষের জন্য প্রণীত উৎপাদন পরিকল্পনা	সংযুক্ত	হ্যাঁ ☐	না ☐
৬।	ইতোপূর্বে খাঁচায় মাছ চাষের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ ☐	না ☐
৭।	ইতোপূর্বে খাঁচায় মাছ চাষের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকলে কোন খাজনা বকেয়া আছে কিনা?		হ্যাঁ ☐	না ☐

৮। আবেদনকারী ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান / সংগঠন/ সমিতির নামে সার্টিফিকেট মামলা বা অন্য কোন আদালতে মামলা আছে কিনা, মামলা থাকলে বর্তমান অবস্থা কি:

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্যাদি সঠিক। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, প্রবাহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষ নীতিমালা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে বাধ্য থাকবো, এর কোন ব্যত্যয় হলে আমার/আমাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। উপরিল্লিখিত নদী / জলাশয়ে বাংলা . . . . থেকে . . . . সন পর্যন্ত খাঁচায় মাছ চাষের জন্য আমার/ আমাদের অনুকূলে অনুমতিপত্র প্রদানের অনুরোধ করছি।

সংযুক্তিঃ . . . . ফর্দ।

তারিখঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর, নাম ও সীল